জব ফেয়ার-এ চাকরি প্রত্যাশীরা ফরম পূরণ করছেন

–দেশবাংলা

আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ হয়েছে কত তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এতো প্রতিযোগির মধ্যে আমার চাকরিটি হবে কিনা এ নিয়ে কিছুটা শঙ্কা কাজ করছে। তবে আমি আশাবাদী। কপালে থাকলে কে ফেরায়।

ওবায়দুর রহমান খান : দুপুর ১২টায় এ প্রতিবেদকের কথা হয় ওবায়দুর রহমান খানের। রামপুরা থেকে এসেছেন। তিনি তখন মিলনায়তনের বাইরে রোদের মধ্যে লাইনে দাঁড়ানো। লাইন ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। ত্যক্ত-বিরক্ত ওবায়দুর রহমানের কাছে কখন এসেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এক ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। কতক্ষণে ভেতরে ঢুকতে পারবো জানি না। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধা হলেও লাইন ছেড়ে যেতে পারছি না। যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, দু'এক ঘন্টার মধ্যে যদি মিলনায়তনের ভেতরে প্রবেশ করতে পারি তাহলে সৌভাগ্যবান মনে করব। তিনি প্রতিবেদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলেন, দেখুন, যে হারে লোক ভেতরে ঢুকছে সে হারে কিন্তু বেরিয়ে আসছে না। শুনেছি ভেতরে নাকি তিল ধারণের জায়গা নেই। এ অবস্থা হলে কিভাবে আবেদন করবো বুঝতে পারছি না। তবে মেলায় যখন এসেছি তার শেষ দেখেই যাব।

জব ফেয়ার-এ চাকরি প্রত্যাশীদের ছিল বেশ ভিড়

–দেশবাংলা

ফেরদৌস আক্তার রুমা : পড়াশোনা করেছেন ঢাকার বাইরে ময়মনসিংহে। ঢাকায় বড়বোনের বাসায় বেড়াতে এসে জব ফেয়ারের কথা শুনে এখানে এসেছেন। সাথে নিয়ে এসেছেন বড় বোন রওশন আক্তার সোমাকে। তাঁর সাথে কথা হয় ওসমানী মিলনায়তনের ভেতরে। কখন এসেছেন এখানে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শুনেছি এ ধরনের মেলায় নাকি খুব ভিড় হয়, এজন্য সকাল সকাল এসেছি। মিলনায়তনের সামনে যখন পৌছেছি তখন সময় সকাল সাড়ে ৯টার মতো হবে। আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। এখন অপেক্ষা করছেন। কেমন লাগছে মেলা জানতে চাইলে রুমা বলেন, বেশ ভাল লাগছে। তবে ভিড় বেশি এজন্য কিছুটা অস্বস্তি লাগছে। দেখুন না ভিড়ের জন্য চলাফেরা করা যাচ্ছে না। চাকরি পাবেন বলে আশা করেন কি? প্রশ্নের জবাবে রুমা বলেন, চাকরি মেলা কেমন মূলত তা-ই দেখতে এসেছিলাম। সুযোগ যখন পেলাম তখন আবেদন করতে দোষ কোথায়। চাকরির বাজারে ভাগ্যটা একবার যাচাই করে দেখি না। যদি হয়ে যায় তাহলে তো খুবই ভাল। আনন্দের সীমা থাকবে না। রুমার বড় বোন সোমার কাছে চাকরির জন্য কোন আবেদন করেছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি গৃহিনী। দুটি সন্তান রয়েছে। যদিও চাকরি করার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা আমার রয়েছে তবুও এ মুহূর্তে সন্তানদের কারণে আমার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব নয়। আমার স্বামীও তা চান না। তবে সন্তানরা বড় হলে চাকরি করার ইচ্ছে আছে। সেসময় যদি এ ধরনের কোন সুযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই আমি তাতে অংশ নেব।